Contents

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

২৩তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৭

Contents

২৩তম সংখ্যা
মে-জুন
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
■ হাদীছের গল্প ২২
■ এসো দো'আ শিখি ২৪
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২৬
■ ভ্রমণ স্মৃতি ২৭
■ কবিতাগুচ্ছ ৩৩
■ একটুখানি হাসি ৩৫
■ আমার দেশ ৩৭
■ ভাবনা ৩৭
■ রহস্যময় পৃথিবী ৩৮
■ সাহিত্যাঙ্গন ৪০
■ দেশ পরিচিতি ৪১
■ যেলা পরিচিতি ৪১
■ আন্তর্জাতিক পাতা ৪২
■ সংগঠন পরিক্রমা ৪৩
■ ভাষা শিক্ষা ৪৫
■ কুইজ ৪৫
■ স্বাস্থ্য টিপস ৪৬

সম্পাদকীয়

রামাযানের শিক্ষা

বর্ষ পরিক্রমায় হিজরী নবম মাস রামাযান আমাদের দুয়ারে নেকী ও ছওয়াবের ডালি নিয়ে সমাগত। রামাযান (رَمَضَان) আরবী শব্দ যা রামায (رَمَض) মূল ধাতু হ'তে নির্গত। যার অর্থ-দগ্ধ হওয়া, পুড়ে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া ইত্যাদি। রামাযান এসেছে আমাদেরকে যাবতীয় মিথ্যা, পাপ-পঙ্কিলতা, হিংসা, অহংকার ও পাশবিক আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুমিন হিসাবে গড়ে তুলতে। এ মাসেই একজন মুমিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেকে পাপাচার ও অশ্লীলতা হ'তে মুক্ত করে নিষ্পাপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। বছরের বাকী ১১ মাস সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা এ মাসেই প্রদত্ত হয়। শয়তানী প্ররোচনায় পাপের পথে ধাবিত জীবনকে পাপ মুক্ত করার মোক্ষম সময় এই রামাযান মাস। যারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগায় তারাই সফলকাম। পক্ষান্তরে যারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না তারা ব্যর্থ। তাইতো একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বরে উঠার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! পরে বললেন, আমি যখন মিম্বরে উঠছিলাম তখন জিব্রীল এসে আমাকে বলেন, 'ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে রামাযান মাস পেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হ'ল না'। আমি বললাম আমীন! অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করল। তার জন্য ধ্বংস। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তির নিকট আপনার উপর নাম উচ্চারণ করা হ'ল অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করল না, তার জন্য ধ্বংস। আমি বললাম আমীন! *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯)*।

এ মাসের ছিয়াম ফরয করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। ছিয়ামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের মধ্যে আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি করা।

এর সরলার্থ এটাই যে, আল্লাহভীরুতার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। এ বিপরীতটার মধ্যে তার অকল্যাণ ও ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহভীরুতার মাধ্যমেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত জান্নাত লাভ অসম্ভব *(দিগদর্শন-১ পৃঃ ১৮)*। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পূর্ণ এ মাসে দৃঢ় ঈমানের সাথে ছিয়াম সাধনা এবং তারাবীহ্র ছালাত আদায় ও ক্বদরের রাত্রিগুলি জাগরণের মাধ্যমে বান্দা নিজের পূর্বের গোনাহগুলিকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে *(বুখারী হা/২০১৪)*।

স্নেহের সোনামণি! তোমরা এখন থেকেই মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত লাভের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিয়মিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত হও। ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা একটু লক্ষ্য কর, মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) রামাযানে দিনের বেলায় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক! আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত ছিয়াম পালন করছে। অতঃপর তিনি তাকে প্রহার করলেন। *(বুখারী, কিতাবুছ ছওম, ৩০/৪৭ বাচ্চাদের ছিয়াম পালন অনুচ্ছেদ-ত'আলীক্ব)*। রুবাঈ বিনতু মু'আব্বিয (রাঃ) বলেন, 'আমরা আমাদের শিশুদের ছিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত' *(বুখারী হা/১৯৬০)*।

প্রিয় সোনামণি! রামাযান মাসেই মানব জাতির জন্য বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নে'মত পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। এটি হুদা ও ফুরকান অর্থাৎ সত্যের পথ নির্দেশক এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। তাই এ মাসে কমপক্ষে অর্থসহ একবার কুরআন খতম করার সর্বাধিক প্রচেষ্টা করবে। তাহ'লে এর প্রতি হরফে ১০ থেকে ৭০০ গুণ বা তার চেয়েও বেশী নেকী পাবে *(মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯)*। এ মাসে মানুষকে বেশী বেশী দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দিবে। মনে রাখবে তোমার দাওয়াতে কেউ হক পথে ফিরে এলে তার সমপরিমাণ নেকী তোমার আমলনামায় লেখা হবে *(মুসলিম হা/১৮৯৩)*। রামাযানে উত্তম কাজের ছওয়াব যেমন অন্য মাসের চেয়ে বেশী, তেমনি পাপ কাজের শাস্তিও অন্য মাসের চেয়ে বেশী। তাই এ মাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সবাই পাপ ও অন্যায় থেকে তওবা করে সত্যিকারের মুত্তাক্বী ও আল্লাহভীরু হব এটাই আল্লাহ নিকট আমাদের একান্ত কামনা।

কুরআনের আলো

কবরের আযাব

(২) وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

(২) 'যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও! তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

(৩) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ-

(৩) 'আর তোমাদের আশেপাশে মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতিমাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জান না আমরা তাদেরকে জানি। অচিরেই তাদেরকে দু'বার আযাব দেব এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহা আযাবের দিকে' *(তওবা ৯/১০১)*।

(٤) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ - إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ - يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ-

(৪) 'সেদিন তারা সত্যিসত্যিই মহা চিৎকার শুনবে। সেটিই উত্থিত হবার দিন। আমিই জীবন দেই ও আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমার দিকেই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। সেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা দিক-বিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকবে। এটি এমন এক সমাবেশ যা আমার পক্ষে অতীব সহজ' *(ক্বাফ ৫০/৪২-৪৪)*।

(٥) وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ-النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ-

(৫) 'কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরাঊন সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন ক্বিয়ামত ঘটবে, সেদিন বলা হবে, ফেরাঊন সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তিতে' *(মুমিন ৪০/৪৫-৪৬)*।

হাদীছের আলো

কবরের আযাব

(১) عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

(১) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম হানী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতই কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনার নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হ'লে আপনি কাঁদেন না। আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পরকালের মনযিল সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহ'লে তার পরবর্তী স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহ'লে পরবর্তী সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন দৃশ্য কখনও দেখিনি যা কবরের চেয়ে অধিক ভয়াবহ হ'তে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২)*।

(২) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الَّذِى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ-

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, (সা'দ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সা'দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাযার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অতঃপর তা প্রশস্ত করা হয়েছিল' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬)*।

(৩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাই, জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আশ্রায় চাই, জীবন ও মরণের ফিতনা হ'তে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফিতনা হ'দে পরিত্রাণ চাই' *(বুখারী হা/১৩৭৭)*।

প্রবন্ধ

রামাযান ও আমাদের করণীয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

রামাযান আরবী নবম মাস। এই মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। ছিয়াম মানুষকে মুত্তাকী অর্থাৎ আল্লাভীরু হ'তে সাহায্য করে এবং অতীতের পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমরা যখন ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবেনা ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। আর এই মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, রামাযান মাস হ'ল সে মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে ছিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; কঠিন করতে চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। নিঃসন্দেহে রামাযান মাসের ক্বদরের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে *(ক্বদর ৯৭/১)*।

ছিয়ামের অর্থ :

ছিয়ামের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পারিভাষিক অর্থে ছুবেহ ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় খানাপিনা ও স্ত্রীসঙ্গম থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম।

১. ছিয়ামের নিয়ত :

নিয়ত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত করার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়ত করবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই (গণ্য) হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে' *(বুখারী হা/০১)*।

২. ইফতার গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণত খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তাহলে শুকনা খেজুর দ্বারাই ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করতেন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*।

৩. ইফতারকালে দো'আ :

'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*। তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়ালা রিযক্বিকা আফতারতু' দো'আটি 'যঈফ' বা দুর্বল হওয়ার কারণে এর উপর আমল করা যাবে না। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪ সনদ হাসান)*।

৪. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা :

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সতর্কতা স্বরূপ সূর্যাস্তের ৩/৪ মিনিট পরে ইফতার করতে হবে। অথচ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহূদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। তাই আমাদের উচিৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশে রেডিও এবং টিভিতে ইফতারের সময় ঘোষণা করে যে আযান দেয়া হয় তা সূর্যাস্তের নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ৩/৪ মিনিট পরে। অপর দিকে সাহারীর আযান দেয়া হয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু অন্য মাসে সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে ফজরের ছালাত আদায় করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী

সর্বাধিক দেরীতে করতেন' *(নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, সময়ে আগে ইফতার গ্রহণ এবং সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করা যাবে না।

৫. সাহারীর আযান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়' *(বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮)*। বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত *(সাইরেন, বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি)* যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত *(নায়ল ২/১১৯ পৃঃ)*।

৬. সাহারী গ্রহণ :

সাহারী গ্রহণ করা ফরয নয় বরং সুন্নাত। সাহারী গ্রহণ করলে শরীর সতেজ থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধা বা পিপাসা অনুভূত হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারী গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা সাহারী গ্রহণ কর, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে' *(বুখারী হা/১৯২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাবের (ইহূদী, খ্রিষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)*। তবে সময়ের মধ্যে সাহারী গ্রহণ করতে হবে। ঘুম থেকে জাগতে দেরী হ'লে কিংবা আযান শেষ হ'লে কোন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. গান-বাজনা ও অশ্লীলতা পরিহার করা :

গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*। আমাদের দেশে অনেক শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী ছিয়াম রেখে সময় কাটানো উদ্দেশ্যে টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠানে বসে এবং অশ্লীল বই-পুস্তক ও উপন্যাস পাঠ করে থাকে যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। আমাদের উচিত ছিয়ামরত অবস্থায় বেশী বেশী অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৮. মিথ্যা কথা পরিহার করা :

ছিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা পরিহার করা একান্ত যরূরী। জ্ঞাতসারে কখনোই মিথ্যা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ :

(ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। তবে ভুলবশতঃ খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি ভুলবশতঃ খায় বা পান করে ফেলে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে খাওয়ায়েছেন ও পান করায়েছেন' *(বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/২৭৭২)*। (খ) যৌন সম্ভোগ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটনা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৪/৯২; মুজাদালাহ ৫৮/৪)*। (গ) 'ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না' *(নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ)*। (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর ১/২২১ তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত)* ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন *(নায়ল ৫/৩০৮-১১পৃঃ)*। মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন *(নায়ল ৫/৩১৫-১৭)*।

১০. ছালাতুত তারাবীহ :

ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতরসহ ১১ রাকা'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে চার (২+২) রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার (২+২) রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/১১৪৮)*। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত যে একই এটা তার বাস্তব দলীল। এর পরেও বলা যায় যারা

১১ রাকা'আত বাদ দিয়ে বেশী পড়তে অভ্যস্ত তারা কি কখনো ভেবে দেখেন না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের দীর্ঘতার দিকে? তিনি ধীরস্থিরভবে ছালাত আদায় করতেন। কখনোই তাড়াহুড়ো করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সে কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতের রুকূ এবং সিজদা পূর্ণ করে না *(মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯৬৫; মিশকাত হা/৮৮৫)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৯০৪)*।

১১. লায়লাতুল ক্বদর :

লায়লাতুল ক্বদর বরকতময় রাত্রি। কেন এটি বরকতময় তার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়' *(দুখান ৪৪/৪)*। এ রাত্রিটা কোন মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'রামাযান মাস যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রি হ'ল রামাযান মাসে কথিত শা'বান মাসে নয়। ক্বদর রাত্রিকে অন্যত্র 'মুবারাক রাত্রি' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রজনীতে' *(দুখান ৪৪/৩)*।

১২. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে বলুন, যদি আমি ক্বদরের রাত্রি পাই, এতে আমি কোন দো'আ পড়ব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বলবে, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউভুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২০৯১)*।

১৩. ফিৎরা :

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা ফরয। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্য বস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদের আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬)*। এক ছা' বর্তমান হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান। উল্লেখ যে, আমাদের দেশে টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার যে রীতি আছে তা হাদীছ সম্মত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

যামানায় সোনা ও রূপার টাকা ছিল। কিন্তু সেগুলি দিয়ে কখনোই তিনি ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করেননি। বরং খাদ্য বস্তু দ্বারা আদায় করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত খাদ্য বস্তু দ্বারাই ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা।

১৪. ঈদের তাকবীর :

'ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাকা'আতে সাত, দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)*। 'ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই' *(আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩৬-৫৬পৃঃ)*।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন,

➲ **'দুনিয়াবিমুখতা ব্যতীত ইখলাছ অর্জিত হয় না। আল্লাহভীরুতা ব্যতীত দুনিয়াবিমুখতা হাছিল হয় না। আর আল্লাহভীরুতা হ'ল শরী'আতের আদেশ-নিষেধসমূহের অনুসরণ' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৯৪)*।**

➲ **সত্যবাদী আত্মা এবং মানুষের উত্তম দো'আ এমন সেনাবাহিনী, যা কখনোই পরাজিত হয় না' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৬৪৪)*।**

শিশু ও নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যত নে'মত দান করেছেন, যত সম্পদ দান করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা। আজকের সোনামণিরা আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। অপরপক্ষে নারীরা মায়ের জাতি। প্রত্যেক নারী যেমন কোন না কোন পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী, অথবা নিকটাত্মীয়া, অনুরূপভাবে প্রত্যেক পুরুষও কোন না কোন নারীর সন্তান, ভাই, স্বামী কিংবা নিকটাত্মীয়। স্বভাবধর্ম ইসলাম নৈতিক অনুশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে শিশু, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং এর মাধ্যমে একটি সামঞ্জস্যশীল পরিবারের রূপরেখা প্রদান করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে সভ্যতার যুগেও শিশু ও নারীর যে অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে, তা আরবের আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। নির্মম, নৃশংস ও অভিনব কায়দায় শিশু ও নারী নির্যাতন, হত্যা, পাচার, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের অমানবিক অত্যাচার প্রভৃতি নিত্যকর ঘটনা

আমাদেরকে আতঙ্ক করে তুলেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের রোগিনী, এমনকি মৃতা লাশ পর্যন্ত পাশবিকার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনাও এ সমাজে ঘটছে। নিম্নে শিশু ও নারী নির্যাতনের কিছু বাস্তব চিত্র এবং এর কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরা হ'ল।

শিশু নির্যাতন ও হত্যার কিছু বাস্তব চিত্র :

১. ৮ই জুলাই ২০১৫ সিলেটের সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজনকে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। উল্লাসের সাথে পিটানোর ভিডিও চিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরাই ছড়িয়ে দেয়। তার আর্ত চিৎকার ছিল 'ও বাবারে, ও মারে, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে মেরে ফেলল, আর মেরো না'। হত্যার পূর্ব মুহূর্তে এটা ছিল তার করুণ আর্তনাদ। তার এই আর্তনাদ তথাকথিত সভ্য সমাজের বিবেকবান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি *(দৈনিক ইত্তেফাক ০৬.০৮.১৫)*।

২. গত ২রা আগস্ট ২০১৫ বগুড়ার শেরপুরের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ৮ বছরের শিশু রাহাতকে তার আপন খালু অপহরণ করে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। অতঃপর না পেয়ে তাকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। উপযেলার মধুটিলার ইকোপার্কের কাছে একটি পাহাড় থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয় *(দৈনিক ইনকিলাব ১৪.০৮.১৫, ৫/৫ কলাম)*।

৩. সামিউল আলমের গগন বিদারী করুণ আর্তনাদ শেষ হ'তে না হ'তেই গত ৩রা আগস্ট ২০১৫ খুলনায় নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় গ্যারেজ শিশু শ্রমিক সাতক্ষীরার রসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের কিশোর রাকিব। বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে সে গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে পূর্বের গ্যারেজ মালিক ও তার সহযোগীরা তাকে মুখে কসটেপ দিয়ে আটকে ধরে মটর সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসর মেশিনের নল তার মলদ্বারে ঢুকিয়ে ইচ্ছামত বাতাস ভরে দেয়। ফলে তার পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় এবং ফুসফুস ফেটে মারা যায়। সামিউল আলম মৃত্যুর সময় চিৎকার করে বাবা-মাকে ডাকতে পেরেছিল। কিন্তু মুখে কসটেপ মারা থাকার কারণে রাকিব সে সুযোগও পায়নি। ফলে বাঁচার আর্তনাদ মনের মধ্যে গুমরে সে সোনামণি মৃত্যুর কাতারে নাম লেখাতে বাধ্য হয়। অথচ বয়স্ক নির্যাতনকারীদের অন্তর একটুও কাঁপেনি *(মাসিক আত-তাহরীক ১৮/১২ সেপ্টেম্বর '১৫ পৃঃ ২; দৈনিক ইত্তেফাক ০৬.০৮.১৫)*।

৪. ৩রা আগস্ট '১৫ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের

একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুকে ও কপালে ছিল ইস্ত্রীর ছ্যাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল পাঁচ ইঞ্চির মত গভীর ক্ষত। সম্ভবত সে কোন গৃহকর্মী। তার মলদ্বার দিয়ে ধাতব তার ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। এই ছোট্ট সোনামণির শরীরে ৫৭টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় *(তাওহীদের ডাক, ২৫তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫,পৃঃ ৫৬; দৈনিক ইত্তেফাক ০৬.০৮.১৫)*।

৫. আমাদের সমাজে আজ মাতৃগর্ভের শিশুরাও নিরাপদ নয়। অথচ মাতৃগর্ভ বা মাতৃক্রোড়ই একটি শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। গত ২৩শে জুলাই '১৫ মাগুরায় সরকারী ছাত্রলীগের দু' পক্ষের সংঘর্ষের সময় গর্ভবতী মা ও তার পেটের ৮ মাসের শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। তাতে শিশুটির পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যায়। অপারেশনের পর মা ও বাচ্চাটি আল্লাহর বিশেষ রহমতে বেঁচে গেছে। শিশুটি এখন 'বেবী অফ নাজমা' বা বাংলাদেশের একমাত্র 'বুলেট কন্যা' নামে খ্যাতি পেয়েছে *(মাসিক আত-তাহরীক ১৮/১২ সেপ্টেম্বর '১৫ পৃঃ ২)*

৬. চাঁদপুরের শাহরাতিতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজের মেয়ে সুমাইয়া আখতারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তার পিতা-মাতা *(তাওহীদের ডাক, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ পৃঃ ৫৭; দৈনিক ইত্তেফাক ২৫.০৭.১৫)*।

৭. তুরস্কের সাগর তীরে কালো হাফপ্যান্ট ও লালশার্ট পরা তিন বছরের শিশুপুত্র আয়লানের মৃতদেহ পড়ে আছে উপুড় হয়ে। হঠাৎ নযর পড়ল দূর থেকে এক চিত্র গ্রাহিকার। ব্যথাভরা মনে নিখুঁতভাবে তুলে নিলেন সোনামণির নিথর দেহের নির্বাক ছবিটি। পরিবারের ১২ সদস্যের সাথে সেও ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যাচ্ছিল দূর ইউরোপের কানাডায় একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু না, নৌকাডুবিতে সাগরে ভেসে গেল সবাই। সবশেষে হাত ছাড়িয়ে যাওয়া পিতাকে সে বলেছিল 'আব্বু তুমি মরে যেয়ো না'। আল্লাহ্‌র তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। যুবক পিতা আব্দুল্লাহ ভাসতে ভাসতে তীরে উঠেছিলেন। কিন্তু সন্তানকে তিনি পেলেন মৃত লাশ হিসাবে *(মাসিক আত-তাহরীক ১৯/১ অক্টোবর ২০১৫ পৃঃ ২)*।

এরকম হাযারো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এর শেষ কোথায়?

নারী নির্যাতন ও হত্যার কিছু বাস্তব চিত্র :

শিশু নির্যাতন ও হত্যার সাথে সাথে দিয়ে প্রবল আকার ধারণ করেছে নারী নির্যাতন, হত্যা, শিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। যেমন–

১. গত ১৩ই আগস্ট ২০১৫ মাদারীপুরে অষ্টম শ্রেণীর ২জন স্কুল ছাত্রীকে ১৮/২০ বছরের ৪জন যুবক ধর্ষণের পর হত্যা করে সদর হাসপাতালের কাছে লাশ ফেলে চলে যায় *(তাওহীদের ডাক ঐ পৃঃ ৫৮; দৈনিক প্রথম আলো ১৪.০৮.১৫)*।

২. ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈদের ছুটিতে বাড়ীতে এসে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপযেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলের গোড়াই ক্যাডেট কলেজের হরিদ্রাচালা এলাকায় শাহীন নামক এক যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে রেল লাইনে বেড়ানোর সময় ৪/৫ জন যুবক তাদেরকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে *(তাওহীদের ডাক ঐ পৃঃ ৫৮)*।

৩. ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানোর লোভ দেখিয়ে নারায়নগঞ্জের আড়াই হাযারে মানব পাচারকারী দলের সদস্য গত ২২শে জুলাই ২০১৫ আপন দু'বোনকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে ১৯শে জুলাই সাতক্ষীরা শহরের এক বাসায় নিয়ে গিয়ে ৪/৫ জন যুবক তাদের পুনরায় পালাক্রমে ধর্ষণ করে। অতঃপর ৩ লক্ষ টাকায় ভারতের মুম্বাইয়ে এক নিষিদ্ধ পল্লীতে তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। প্রায় ১ মাস পরে তারা উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসে *(তাওহীদের ডাক (ঐ)*।

৪. ২৮শে ফেব্রুয়ারী '১৬ মাদারীপুরের রাজৈরের আমগ্রামের বিশ্বনাথ মণ্ডলের মেয়ে উন্নতিকে ৫ লাখ টাকা যৌতুকের দাবীতে বিয়ের ৫ দিনের মাথায় হত্যা করা হয় *(দৈনিক ইনকিলাব ০২.০১.১৭ পৃঃ ৫)*।

৫. রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় গুঁড়া দুধ খাওয়ার মিথ্যা অভিযোগে লিয়া নামের ১০ বছরের এক গৃহকর্মীর চারটি দাঁত রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়। শরীরে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে গৃহকর্ত্রী তিন্নি বেগম তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালাতে থাকে। অথচ গৃহকর্ত্রীর বড় মেয়ে নিজে গুঁড়া দুধ খেয়ে দোষ চাপায় তার উপর। তার চিৎকারে পাশের বাসার এক মহিলা থানায় খবর দিলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে *(তাওহীদের ডাক ঐ, পৃঃ ৫৯)*।

৬. ৫ই জুলাই '১৬ মাদারীপুরের সদর উপযেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের জাফরাবাদ গ্রামে পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় সনিয়া আক্তার নামের এক গৃহবধুকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়। *(দৈনিক ইনকিলাব ০২.০১.১৭ পৃঃ ৫)*।

৭. ১০শে অক্টোবর '১৬ মাদারীপুরের সদর উপযেলার মোস্তফাপুরের দক্ষিণ খাগছাড়া গ্রামের নাজমা বেগমকে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় পিটিয়ে ও বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয় *(দৈনিক ইনকিলাব ০২.০১.১৭ পৃঃ ৫)*।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর ধারাবাহিকতার গত ২০১৬ সালে শিশু ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশি কেন্দ্রের তথ্যে দেখা যায় ২০১৬ সালে শিশু নিহত হয়েছে ৪১৫ জন এবং ২৮ জন শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে *(দৈনিক নয়াদিগন্ত ১৫.০১.০৭; দিকদর্শন-২ পৃঃ ১৬৬-১৬৮)*।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮ জন শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২৬৭টি সংগঠনের মোর্চা অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ২০৯ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন ও ২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে হত্যা হয়। ২০১৫ সালের ১ম সাত মাসেই এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯১ জনে। ২০১৬ সালে ৭৪২ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৭ জনকে এবং ধর্ষণের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ৮ জন নারী। যৌতুক নামক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৩৯ জন নারী। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৩৯৪ জন। এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছে ৬ জন নারী। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদে খুন হয়েছে ৭ জন নারী ও ৭ জন পুরুষ। বখাটেদের প্রতিবাদ করায় ১৩৮ জন লাঞ্ছিত হয়েছে। বর্তমানে শিশু ও নারী নির্যাতনের এবং হত্যার প্রক্রিয়া বীভৎস থেকে বীভৎসতর হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক। নির্যাতন ও হত্যাকারীরা অধিকাংশ প্রভাবশালী। ঘটনা ঘটছে, মামলা হচ্ছে, তবে বিচার যে শেষ হচ্ছে তার নযীর নেই। (দিগদর্শন-২ পৃঃ ১৬৬-১৬৮)।

২০১৫ সালের আগস্টে প্রথম সপ্তাহের আইন কমিশনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলা সহ প্রায় ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ সংখ্যাটি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সমন্বিত সেবা কেন্দ্র) সমন্বয়কারী বিলকীস বেগম বলেন, এক বছরের শিশুকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়। এক বা দুই বছর বয়সী কম থাকলেও তিন, চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত *(দিগদর্শন-২ পৃঃ ১৬৭)*।

শিশু ও নারী নির্যাতনের কারণ :

১. ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

২. আল্লাহহীন শাসন ব্যবস্থা এবং মনগড়া বিচার ব্যবস্থা।

৩. রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন।

৪. বিচার ব্যবস্থার ধীর গতি।

৫. সামাজিক অস্থিরতা।

৬. ন্যায় বিচারহীনতা।

৭. শিশু ও নারীদের যথাযথ মর্যাদা না বুঝা।

৮. সহশিক্ষা ব্যবস্থা।

৯. নারীদের মাহরাম ছাড়া একাকী পথচলা।

১০. নারী ও পুরুষের একই কর্মস্থলে চাকুরী করা।

১১. মেয়েদের একাকী পুরুষ শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ানো।
১২. মদ, জুয়া ও যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যের ছড়াছড়ি।
১৩. নারীদের অর্ধনগ্ন পোশাক পরিধান করা।
১৪. যৌতুকের লোভ।
১৫. কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কুধারনা।

-চলবে

পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে সম্পদ মনে করো।

(১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে।
(২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে।
(৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে।
(৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে।
(৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪, সনদ হাসান ছহীহ)।

সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল

১৯৯৪ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর
রোজ : শুক্রবার

মূলমন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া

শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সন্ধ্যায় বাইরে নিয়ে না যাওয়া :

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে বাড়ীর বাইরে যেতে দিওনা। কারণ সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ পার হলে তাদের ছেড়ে দাও। এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ বলে খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্রের মুখগুলি বন্ধ কর এবং বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের মুখ ঢেকে দাও। আর বন্ধ করার সময় কিছু না থাকলে কোন বস্তু রাখ। শোয়ার সময় বাতিগুলি নিভিয়ে দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪)*। অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এসময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিশুদের ছিনিয়ে নেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৫)*।

বদ নযর বা কুদৃষ্টি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কুদৃষ্টির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাস্তব। কোন বিষয় যদি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত, তাহলে কুদৃষ্টি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত *(মুসলিম হা/৫৫৯৪)*। সুতরাং যে কোন

শিশুর উপর বদ নযর লাগতে পারে। বিশেষ করে সুন্দর, সুঠাম দেহী, নাদুস-নুদুস শিশুদের প্রতি এই বদ নযরের প্রভাব বেশী লাগে। এজন্য শিশুদের খুব সাবধানে রাখতে হবে।

বদ নযরের লক্ষণ :

বদ নযর একটি মারাত্মক ধরনের সমস্যা। যা যে কোন শিশুর প্রাণ হরণ করতে পারে। যখন কোন সুঠাম দেহী শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে, তাদের চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে অথবা তাদের চক্ষু কোঠরে ঢুকে যাবে কিংবা তাদের অসুখ যখন ভাল হতে চাইবে না, প্রচণ্ড মাথা ভারী ইত্যাতি সমস্যা দেখা দিবে তখন বুঝতে হবে যে, শিশুটির উপর বদ নযর লেগেছে। মনে রাখতে হবে, তাৎক্ষণিক এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যরূরী।

বদ নযর থেকে মুক্তির উপায় :

কোন শিশুকে বদ নযর লাগলে, যদি নিশ্চিত হওয়া যায় কার দ্বারা এই বদ নযর লেগেছে; তাহলে ঐ ব্যক্তিকে অনুরোধ করে তার গোসলের পানি পাত্রে সংগ্রহ করে শিশুকে গোসল দিতে হবে *(মুসলিম হা/৫৫৯৫)*। যেমন হযরত আবু উমামা বিন সাহল বিন হানীফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমের বিন রাবী'আ সাহল বিন হানীফকে গোসলরত অবস্থায় দেখল। অতঃপর আল্লাহর কসম করে সে বলল, আমি এত সুন্দর গঠন আকৃতির মানুষকে আগে কখনও দেখিনি। যখন সাহল অসুস্থ হ'ল, তখন তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার নিকট কি সাহলের কোন রোগমুক্তির ঔষধ আছে? আল্লাহ্র কসম! সে মাথা তুলতে পারছে না। তিনি বললেন, কেউ কি তার দিকে কুদৃষ্টি দিয়েছে। তারা বলল, আমের বিন রাবী'আ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমের কে ডাকলেন, তারপর তিনি তার দিকে রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমরা কি তোমাদের ভাইকে মেরে ফেলতে চাও! কেন তোমরা কল্যাণ চাও না? অতঃপর আমের তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, পা একটি ডেকচিতে ধৌত করল, আর ঐ পানি সাহল এর শরীরে ঢেলে দেওয়া হ'ল *(শরহু সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৫৬২)*।

শিশুকে ঝাড়-ফুঁক করা :

শিশুরা যখন দুষ্ট জিনদের দ্বারা আক্রান্ত হবে, তখন তাদের ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। তবে ঝাড়-ফুঁক যেন শরী'আতের বিধি-বিধানের আলোকে হয়। তা ছাড়া ঝাড়-ফুঁক চলবে না। যেমন শিশুকে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দেয়া। আর এটা যে কোন মা তার বাচ্চার উদ্দেশ্যে পড়তে পারেন, যাতে সন্তান ভাল থাকে। এর জন্য কোন ইমামের নিকট ঘনঘন দৌঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।

শিশুকে ঝাড়-ফুঁক দেয়ার দো'আ :

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আরক্বীকা মিনকুল্লি শাইয়িন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হাসিদিন আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বীকা।

'আমি তোমাকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনযরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে অরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি' *(মুসলিম হা/৫৮২৯)*।

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ : আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাসি ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা আল লা ইউগাদিরু সাকামা।

অর্থ : 'কষ্ট দুর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর, তুমিই আরাগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর, যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

শিশুর গলায় তাবীয ঝুলানো :

শিশুর গলায় তাবীয বা সুতা ঝুলানো, কপালে চাঁদ-তারা অংকন বা টিপ দেওয়া, হাতে বালা বা মাদুলী পরানো ইত্যাদি বিষয়গুলি যা অশুভ কোন সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার হয়, তার সব কিছুই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এগুলি থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা এগুলি ব্যবহার করলে তার উপর ভরসা তৈরী হয়। যদিও এগুলি মানুষের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এর দ্বারা আল্লাহ্র উপর ভরসা উঠে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৪৯২, ১/৮৮৯)*।

সন্তানদের চুমু খাওয়া :

সন্তানদের আদর-স্নেহে মানুষ করা অভিভাকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদেরকে চুম্বন করা সুন্নাত। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

রাসূল (ছাঃ) হাসান ইবনু আলীকে চুম্বন করেন। তখন তার নিকট আকরাহ ইবনু হাবেস তামীমী বসা ছিল। আকরাহ বলল, আমার ১০টি সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে আমি চুম্বন করি না। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না তার উপর দয়া করা হয় না *(বুখারী হা/৫৯৯৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَالُوا لَكِنَّا وَ اللهِ مَا نُقَبِّلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কিছু গ্রাম্য লোক রাসূল (ছাঃ) এর নিকট আসল এবং বলল, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের চুমু খাও? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তাদের চুমু খাই না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অন্তরে দয়া উদ্রেক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন *(মুসলিম হা/৬১৬৯)*।

সত্য কৌতুক করা :

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবন সাঈদ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার বাবার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন আমার গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছানাহ! ছানাহ! এটি হাবাশী শব্দ যার অর্থ চমৎকার! চমৎকার! তিনি বললেন, অতঃপর আমি নবুঅতের মোহর নিয়ে খেলা করতে লাগলাম। আমাকে আমার পিতা ধমক দিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে ধমক দিও না। অতঃপর তিনি বললেন, এ কাপড় পর আর জীর্ণ কর। অতঃপর পর আর পুরনো কর। অতঃপর পর এবং জীর্ণ কর। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর সে মহিলা যতদিন জীবিত ছিল। তার কথা বর্ণনা করা হত *(বুখারী হা/৩০৭১)*। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি একদিন তিনি আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু উমায়ের! কী হ'ল তোমার নুগায়েরের? (নুগায়ের হ'ল এমন সব ছোট পাখি) যার সাথে আবু নুমায়ের খেলা করত। নুগায়ের মারা গিয়েছিল *(বুখারী হা/৬১২৯)*।

ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ :

শিশুদের ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। তারা ভালো কাজ করলে কল্যাণের দিকে ধাবিত হবে এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকবে। তাদের সকল ভাল কাজের নেকী তাদের পিতা-মাতার আমল নামায় লেখা হবে *(মুসলিম হা/১৩৩৬; নাসাঈ হা/২৬৪৫; বুলূগুল মারাম হা/৬৯৯)*। মনে রাখতে হবে, এতে তারা শিশু অবস্থা থেকে ভাল কাজ কাজগুলির সাথে পরিচিত হবে। আর তাদের মধ্যে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হবে।

মসজিদে নিয়ে যাওয়া :

শিশুদের মন হল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। পিতা-মাতা তাতে যে ছবি অংকন করবে তার হুবুহু প্রতিচ্ছবি শিশুর হৃদয় ও মানসপটে অংকিত হবে। তাদের মসজিদে নিয়ে গেলে তারা ছোট্ট থেকেই ছালাতে অভ্যস্ত হবে। রাসূল

(ছাঃ)-এর যামানায় শিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া হত। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই, পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে ছালাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশুর মাকে কষ্টে ফেলা আমি পসন্দ করি না *(বুখারী হা/৭০৭, মুসলিম হা/১০৮৪, মিশকাত হা/১১৩০)*। অপর এক হাদীছে এভাবে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আমি রাসূল (ছাঃ) এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ছালাত আর কোন ইমামের পিছনে আদায় করিনি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন *(বুখারী হা/৭০৮)*।

শিশুদের ইমামতি :

ক্বিরাআতে পারদর্শী হ'লে বালক বা কিশোরও ইমামতি করতে পারে। আমর ইবনু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। যেখানে দিয়ে আরোহীগণ চলাচল করত। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতাম, মানুষের কি অবস্থা? তারা যে লোকটির সম্বন্ধে বলে তিনি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন। এবং তার প্রতি এইরূপ অহি নাযিল করেছেন। তখন আমি অহি-র বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম যে, তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। আরবগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল, তখন তারা বলত, তাকে (মুহাম্মাদকে) তাঁর গোত্রের সাথে বুঝতে দাও। যদি তিনি তাদের উপর জয়লাভ করেন তখন বুঝা যাবে যে, তিনি সত্য নবী।

যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল, তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াহুড়ো করল এবং আমার পিতৃগোত্র অন্য সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করল, আমার পিতা গোত্রে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট এক সত্য নবীর নিকট থেকে ফিরে এসেছি। তিনি বলে থাকেন, এই ছালাত এই সময় পড়বে, ঐ ছালাত ঐ সময় পড়বে। যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হ'তে কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্য হ'তে ইমামতি যেন সেই করে, যে অধিক কুরআন জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমার অপেক্ষা কুরআন অধিক জানে এমন কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের হ'তে পূর্বেই তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিল অথচ তখন আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক *(বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬)*।

শিশুদের সালাম দেওয়া :

শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিশুদের সালাম দেয়া ভাল। তাহ'লে তারা শিখবে। রাসূল (ছাঃ) এরূপ করতেন। যেমন

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি একদা বাচ্চাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন, নবী (ছাঃ) এমনটি করতেন *(বুখারী হা/৬২৪৭; মুসলিম হা/১৭০৮; মিশকাত হা/৪৬৩৪)*।

সন্তানের ভরণ পোষণ :

শিশুর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতার; যতদিন না তারা রূযী রোজগারে সমর্থ হয়। যদি পিতার তার জন্য বের হয়, তাহলে সে আল্লাহ্র পথেই বের হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً কোন মুসলিম ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে তা তার জন্য ছাদাকা হিসাবে গণ্য হয় *(বুখারী হা/৫৩৫১; মিশকাত হা/১৯৩০)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 'ওয়ারিছগণকে পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি তাদের জন্যে যা খরচ করবে, তা ছাদাকারূপে গণ হবে' *(বুখারী হা/২৭২৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 'তাদের ভয় করা উচিত তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায়, তবে মৃত্যুর সময় সন্তানদের সম্পর্কে তাকে আশংকা ও উদ্বিগ্ন করবে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে ও সংগত কথা বলে' *(নিসা ৪/৯)*।

সন্তানের ভরণ পোষণের প্রতিদান :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সালামার সন্তান যারা আমারও সন্তান তাদের প্রতি ব্যয় করলে আমার নেকী হবে কি? তিনি বললেন, তুমি তাদের জন্য ব্যয় কর, তুমি তাদের পিছনে ব্যয় করলে অবশ্যই নেকী পাবে *(বুখারী হা/১৪৬৭)*।

অপর এক হাদীছে এসেছে, হযরত কা'ব ইবনু আজরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে চলত (তাহলে কতই না ভাল হত!)। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, সে যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য বের হয়ে থাকে, তবে সে আল্লাহর পথেই বের হয়েছে' *(তাবারাণী ২/৮পৃ: ছহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৬৯২, ১৯৫৯)*।

সোনামনি

একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

হাদীছের গল্প

ক্ষমাশীলতা

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, ক্ষমাশীলতা ও উদারতার ধর্ম। ইসলামের সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার মূর্ত প্রতীক। নিম্নোক্ত হাদীছে সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে বলেন, আপনার উপর কি ওহোদের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে? তিনি বললেন, 'আমি তোমার কওম থেকে বহুকষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আকাবার দিন পেয়েছি, যে দিন আমি নিজেকে ইবনু আব্দে ইয়ালীল ইবনু আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর 'কারনুছ ছা'আলিব' (বর্তমান সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘ খণ্ড আমার উপর ছায়া করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিবরীল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। এক্ষণে তিনি আপনার নিকট 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড়সমূহের নিয়ন্ত্রক) পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন। অতঃপর মালাকুল জিবাল আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল'। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যে, আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি 'আখবাশাইন' (মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইক্বা'আন) পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিব। (একথা শুনে) মুহাম্মাদ (ছাঃ) বললেন, (এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

(বুখারী হা/৩২৩১; মুসলিম হা/১৭৯৫; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮৮)।

শিক্ষা :

১. *ক্ষমাশীলতা শ্রেষ্ঠ গুণের অন্যতম।*
২. *মহানবী (ছাঃ) উদরতা ও ক্ষমাশীলতার যে দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেছেন তা অনুসরণ ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলেই শান্তিময় সমাজ ফিরে আসবে।*
৩. *মাযলূমের সাহায্যের জন্য আল্লাহ সর্বদা ফেরেশতা প্রস্তুত রাখেন।*

জান্নাতী ও জাহান্নামী ব্যক্তি

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

আল্লাহ্র অসংখ্য নে'মতরাজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জান্নাত। যারা দ্বীনদার, আল্লাহভীরু, মুমিন ও মুত্তাক্বী আল্লাহ তাদের জন্য সেই সুখময় স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যারা পাপী ও অবাধ্য তাদের জন্য তিনি বিভীষিকাময় স্থান জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন। যারা ঈমানদার, দুর্বল ও গরীব তারাই জান্নাতে যাবে এবং যারা আচরণে কর্কশ ও স্বৈরাচারী তারা জাহান্নামে যাবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল। জাহান্নাম বলল, কী ব্যাপার আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হ'ল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল দুর্বল, নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে কেন? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার দয়ার মাধ্যম। এজন্য আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব। আর জাহান্নামকে বলেবেন, তুমি আমার শাস্তির মাধ্যম। অতএব আমার বান্দা হ'তে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পা তার মধ্যে না রাখবেন। যখন পা রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে যাবে ও জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে। বস্তুত আল্লাহ তার কোন সৃষ্টির প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর জান্নাতের বিষয়টি হ'ল, তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ্ নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৪)*।

শিক্ষা :

১. *সাধারণত যারা দুর্বল ও নিঃস্ব তারাই জান্নাতে যাবে। কেননা তারা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।*

২. *ধনী ও স্বৈরাচারী জাহান্নামে যাবে। কারণ তারা অবাধ্য হয়।*

৩. *আল্লাহ্র আকার আছে। যখন জাহান্নাম পূর্ণ হবে না তখন তিনি নিজের 'পা' জাহান্নামে প্রবেশ করালে জাহান্নাম পূর্ণ হবে।*

৪. *যখন জান্নাত পূর্ণ হবে না, তখন আল্লাহ নতুন মাখলূক সৃষ্টির মাধ্যমে জান্নাত পূর্ণ করবেন।*

একটি সন্তান যখন নষ্ট হয়, তখন সে একা নষ্ট হয় না পুরো পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়।

পিতা-মাতার আচরণসমূহ রপ্ত করেই সন্তানরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের আচরণকে বিকশিত করে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এসো দো'আ শিখি

খানাপিনার আদব ও দো'আ

প্রথমে সতর্ক হতে হবে যে, খাদ্যটি হালাল ও পবিত্র (ত্বাইয়িব) কি-না *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। নইলে তা খাবে না। অতঃপর খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালভাবে ডান হাত ধুয়ে নিবে। ধোয়া হাত দিয়ে অন্য কিছু ধরলে খাওয়ার শুরুতে পুনরায় হাত ধুবে। যেন অলক্ষ্যে সেখানে কিছু লেগে না থাকে। ঘুম থেকে উঠে এলে অবশ্যই আগে মিসওয়াক করে নিবে। অতঃপর খাওয়ার শেষে দাঁতে খিলাল করবে ও খাদ্য কণা বের করে ফেলে দিবে। কেননা এগুলি থাকলে পচে পোকা হয় এবং তা পেটে গিয়ে পেট নষ্ট করে। অবশেষে পেট ও দাঁত দু'টিই বিনষ্ট হয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

(ক) খানাপিনার শুরুতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বল। ডান হাত দিয়ে খাও ও নিকট থেকে খাও, মাঝখান থেকে নয় *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। বাম হাতে খাবে না বা পান করবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)*।

(খ) খাদ্য পড়ে গেলে সেটা ছাফ করে খাও। শয়তানের জন্য রেখে দিয়ো না। খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাও। কেননা কোন খাদ্যে বরকত আছে, তোমরা তা জানো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫)*। অনেকে প্লেট ধুয়ে খান। কেউ আঙ্গুল দিয়ে প্লেট না চেটে সরাসরি জিভ দিয়ে প্লেট চাটেন। এগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি। খাওয়ার শেষে ভালভাবে (সাবান ইত্যাদি দিয়ে) হাত ধুয়ে ফেলবে। যেন সেখানে কিছুই লেগে না থাকে *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫২)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভাণ্ডের মুখে মুখ লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে খেতে ও পানি পান করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৪, ৪২৬৬)*। তবে তিনি যমযমের পানি এবং ওযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮-৬৯)*। পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলবে না বরং তিনবার বাইরে শ্বাস ফেলবে (ও ধীরে ধীরে পানি পান করবে) *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৭৭)*।

(ঘ) খাদ্য পরিবেশনের সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৭৩)*।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্য যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার কোমর সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে)। এরপরেও যদি খেতে হয়, তবে পেটের তিনভাগের এক ভাগ খাদ্য ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ খালি রাখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯২)*। তিনি বলেন, এক মুমিনের খানা দুই মুমিনে খায়। দুই মুমিনের খানা চার মুমিনে খায় এবং চার মুমিনের খানা আট মুমিনে খায় (অর্থাৎ সর্বদা সে পরিমাণে কম খায়) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮)*।

কেননা মুমিন এক পেটে খায় ও কাফের সাত পেটে খায় (অর্থাৎ সে সর্বদা বেশী খায়) *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩)*।

(চ) কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খেতে নেই *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮)*।

(ছ) খাওয়ার সময় *'বিসমিল্লাহ'* না বললে শয়তান তার সাথে খায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০)*।

(জ) খাওয়ার শুরুতে *'বিসমিল্লাহ'* বলতে ভুলে গেলে (শেষ হওয়ার আগেই) বলবে, بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'* (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ) *(তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৪২০২)*।

(ঝ) খাওয়া ও পানি পান শেষে বলবে, (১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লাহ'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) (মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)। **অথবা** বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ–

(২) *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা ক্বুউওয়াতিন'* (সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এটি পাঠ করবে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩)। উল্লেখ্য যে, এ সময় আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বা-না....* বলা মর্মে প্রচলিত দো'আটি যঈফ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২০৪,* 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-২ *সনদ যঈফ)*।

অথবা বলবে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ–

(৩) *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু'* ('হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও') (তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩)।

(৪) দুধ পান শেষে বলবে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ–

আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া ঝিদনা মিনহু' (হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান কর এবং এর চাইতে আরো বৃদ্ধি করে দাও)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা এ কারণে যে, দুগ্ধ ব্যতীত খাদ্য ও পানীয় উভয়টির জন্য যথেষ্ট হয়, এমন কোন খাদ্য নেই *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩)*।

এছাড়াও খানাপিনার অন্যান্য দো'আ রয়েছে।

(ঞ) খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তারখান উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি'...* (আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মণ্ডিত...) *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*।

(ট) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৮২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)* শীর্ষক গ্রন্থ, পৃঃ ২৮১-২৮৪)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। তিনি ছিলেন একজন সচেতন মুসলমান। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, এক নাস্তিক কুরআন সম্পর্কে অভিযোগ করে বেড়ায়। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালে সে হাযির হ'ল। বাদশাহ বললেন, শুনেছি তুমি নাকি বল পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র কালাম নয়? বোকা নাস্তিক বলল, জি হ্যাঁ বলি। বাদশাহ বললেন, কেন তুমি এমন কথা বলো? সে বললো এর কারণ হ'ল কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে একই আয়াত বার বার এসেছে। এটা যদি মহান আল্লাহ্র কালাম হ'ত তাহ'লে এমনটি হ'ত না। কারণ আল্লাহ হলেন প্রজ্ঞাময় আর একই কথা বার বার কোন প্রজ্ঞাবানের কাজ নয়। বাদশাহ তাকে উদাহরণ দিতে বললেন। বোকা বলল, যেমন সূরা রহমানে একই আয়াত ৩১ বার এসেছে। একথা শুনে বাদশাহ বললেন ও তাই! একটু পর তিনি জল্লাদকে ডাকলেন এবং বললেন, এর শরীর থেকে চোখ, কান, হাত, পা সহ যত অঙ্গ একাধিক আছে সবগুলি কেটে ফেলে দাও। লোকটি বলল, বাদশাহ মহোদয়! আমাকে প্রাণে মেরে ফেলুন কিন্তু এভাবে কষ্ট দিবেন না। বাদশাহ বললেন, এমনটিই করতে হবে। কারণ একই অঙ্গ একাধিক থাকার দরকার কি? পবিত্র কুরআনে একই আয়াত একাধিক বার থাকলে যখন উহা আল্লাহ্র কালাম হয়না, অনুরূপভাবে একই দেহে একই অঙ্গ একাধিক থাকলে তাও আল্লাহ্র সৃষ্টি বলে মনে হবে না। সুতরাং তুমি যে আল্লাহ্র সৃষ্টি তা বুঝানোর জন্য তোমার সাথে এমন আচরণই সুন্দর মানাবে।

শিক্ষা :

১. যেমন কর্ম তেমন ফল।
২.প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে হবে।
৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারাই অবস্থান নিবে তাদেরকে এভাবেই ঠকতে হবে।

বন্ধুর উপকার

মুহাম্মাদ ছিয়াম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বাংলাদেশের অন্যতম যেলা সিলেটে 'তাওহীদ' ছাত্রাবাসে থাকত দুই বন্ধু শিহাব ও শফীক। শিহাব ছিল ফর্সা বর্ণের, আধুনিক মনা ও ধনীর মেধাবী ছেলে। পক্ষান্তরে শফীক ছিল ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ও শ্যামলা বর্ণের একজন গরীব ব্যবসায়ীর মেধাবী ছেলে। ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিহাব ও শফীকের রোল যথাক্রমে ১ ও ২ হওয়াতে তারা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হ'ল। শফীক সব সময় শিহাবকে হাদীছ শুনতো,

ছালাত পড়ার পরামর্শ দিতো, হালাল-হারাম মেনে চলার উপদেশ দিতো এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করত। কিন্তু শিহাব তা মূল্যায়ন করতো না বললেই চলে। এইভাবে তারা কৈশর জীবনে পদার্পণ করল। শিহাবের বন্ধু-বান্ধবী বেড়েই চলল। অসৎ বন্ধুদের সাথে মিশে সে বিভিন্ন বদ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ল। সে প্রায়ই শফীককে বিভিন্ন অসৎ কর্মে জড়িয়ে পড়তে প্রস্তাব দিত। শফীক তাতে রাযী না হওয়াতে শিহাব তাকে বোকা, ভীত ইত্যাদি বলে তাচ্ছিল্য করত। এক পর্যায়ে তাদের বন্ধুত্বে ভাটা পড়ল। মাদরাসায় ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষার শেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল। খেলা চলাকালীন সময়ে মাঠের এক ছোট্ট গর্তে পড়ে শিহাব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে দুষ্টু প্রকৃতির হওয়ার কারণে তার সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসল না। শফীক অবস্থা দেখে দ্রুত ছুটে এসে শিহাবকে মেডিকেলে নিয়ে গেল এবং অনেক সেবা করে ভাল করল। শিহাব তার ভুল বুঝতে পারল এবং শফীকের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভাল পথে ফিরে আসল।

শিক্ষা :

১. সেই উত্তম বন্ধু যে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. বন্ধু ভেবে চিন্তে গ্রহণ করা উচিত।

৩. প্রকৃত বন্ধু সর্বদা পাশে থাকে।

৪. বন্ধুর উত্তম উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

ভ্রমণ স্মৃতি

সোনামণি শিক্ষা সফর ২০১৭

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মহান আল্লাহ বলেন, 'বল! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছে' *(নামল ২৭/৬৯)*। অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'বল! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। মূলতঃ উক্ত দু'টি আয়াতের দুই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের সফরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নিম্নে আমাদের সফরের কতিপয় বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্দ্যোগে **'সোনামণি শিক্ষা সফর ২০১৭'-এর** আয়োজন করা হয়। পরামর্শে স্থান নির্বাচিত হয় বগুড়া যেলার ঐতিহ্যবাহী স্থান 'মহাস্থানগড়' ও শেরপুর উপযেলাধীন বিখ্যাত 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'। অবশ্য দু'টি স্থানের প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থান।

যাত্রার বিবরণ :

নির্ধারিত তারিখ ৯ই মার্চ ২০১৭ রোজ বৃহস্পতিবারের পূর্বের দিন এশার

ছালাতের পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সফর প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দ্যেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন। তাঁর হৃদয় জুড়ানো নছীহতে আমাদের সফর থেকে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে যায়। পরের দিন ফজর ছালাতের পর আবারো আমীরে জামা'আত দো'আ করে আমাদেরকে বিদায় জানান। কেন্দ্রীয় কার্যালয় হ'তে সকাল ৬.৪৫ মিঃ সুমন ও দ্বীপ নামক দু'টি বাস যোগে সুন্দর আবহাওয়া, যানজট মুক্ত ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নওগাঁ অভিমুখী মহাসড়ক দিয়ে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম । সাথে ছিল দু'বাসে দু'টি মাইক। সোনামণিরা তাদের আনন্দের মাধ্যম হিসাবে একে একে আল-হেরা ও সোনামণি জাগরণী পরিবেশন করতে থাকে। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম *(কেন্দ্রীয় পরিচালক)*, ফায়ছাল আহমাদ *(শিক্ষক, মারকায)*, আব্দুল্লাহিল কাফী ও নাজীদুল্লাহ *(দায়ীত্বশীল, ইয়াতীম বিভাগ)* 'দ্বীপ' বাসের দায়িত্ব এবং রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান *(কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক)*, ইমাম হুসাইন *(সহ-পরিচালক, রাজশাহী পশ্চিম)*, আবু রায়হান *(সহ-পরিচালক,* মারকায এলাকা) ও আমি 'সুমন' বাসের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করি। আমাদের বাসটি 'দ্বীপ' বাসের পিছনে চলছিল। তাই সামনের বাস হ'তে আমরা সুমধুর কণ্ঠে ভালোভাবে জাগরণী শুনতে পাচ্ছিলাম। যার ফলে মনের ভিতরে যেন নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছিল। একপর্যায়ে আমরা নওগাঁ যেলার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম কালে হঠাৎ দেখি বড় বাঁশ নিয়ে কয়েকজন লোক আমাদের গাড়ীর সামনে টোল আদায়ের জন্য দাঁড়াল। সেখানে তাদের দাবী অনুযায়ী ৮০ টাকা দিতেই হ'ল। এরপর দেখি এক-দেড় কি. মি. পর আবার কিছু লোক বড় বাঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব দেখে আমাদের খুব খারাপ লাগলো। এভাবে যদি একটু পরপর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদা আদায় করা হয়, তাহ'লে জনগণ কিভাবে চলাচল করবে? আমরা আবার সামনে অগ্রসর হলাম। পথিমধ্যে একটি তেলের পাম্পের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সাথে নেওয়া সকালের নাস্তা করলাম। অতঃপর বগুড়া অভিমুখে রওয়ানা হলাম। এদিকে বগুড়া যেলার 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে সোয়া ১০-টায় আমরা বগুড়ার রেলগেইট পৌঁছি। বগুড়ার চারমাথা রেলগেইট পার হয়ে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' এর কার্যালয় ছোটবেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সন্নিকটে বাস দাঁড় করিয়ে

রান্নার জন্য মালামাল নামিয়ে আমরা মহাস্থানগড়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম । ১১টায় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

মহাস্থানগড়ের বিবরণ : মহাস্থানগড়ে নেমে গাড়ি পাকিং করে আমরা সেখানকার নিদর্শনাবলী দেখতে শুরু করলাম। দেখতে পেলাম সেখানকার প্রাচীন ঐহিত্যসমূহ। এর অবস্থান মূলতঃ বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ উপযেলায়। যা বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১০কি. মি. উত্তরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে। মহাস্থানগড়ের সন্নিকটে কৃত্রিম মাটির পাহাড়। এই পাহাড়ই বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। সার্ক (২০১৫-১৭ খ্রি.) একে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দেয়। এর প্রাচীন নাম ছিল **'বরেন্দ্র' বা 'পুণ্ড্র নগর'**। এই গড় বা দূর্গ এককালে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাগণের রাজধানী ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগদের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট। বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় *(৭৫৬খ্রি.)* পাল বংশের রাজত্বকালে। পাল রাজাগণ এখানে রাজত্ব করেন ৭৫০-১১২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন ১০৮২-১১২৫ খ্রিস্টাব্দে যখন গৌড়ে রাজত্ব করেন তখন মহাস্থানগড় ছিল অরক্ষিত এরপর সেখানে রাজত্ব করেন রাজা নল। পরে নল ও তার ভাই নীলের সাথে প্রতারণা করে মহাস্থানগড় তথা পুণ্ড্র নগরের রাজা হন 'রাম'। আর এই রামই পরশুরাম নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, এই পরশুরামের সাথেই শাহ্ সুলতান মাহমূদ বখ্‌লীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের সময়কাল আনুমানিক ১২০৫-১২২০ খ্রিস্টাব্দ। শাহ্ সুলতান বখ্‌লী এ অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। যাহোক, আমরা সেখানে একের পর এক ধ্বংসাবশেষগুলি দেখতে লাগলাম। সেই আমলের ইট দ্বারা সুন্দরভাবে মযবূত করে তৈরি অনেক প্রশস্ত প্রাচীর। যেগুলি কালের বিবর্তনে ধ্বংস হয়ে গেছে। সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখি একটি মৃত কূপ যার নাম **'জিয়ৎকুণ্ড'**। এই কূপ সম্পর্কে একটি হাস্যকর ঘটনা প্রচলিত আছে। যার কোন ভিত্তি নেই । শাহ্ সুলতান বখ্‌লী পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পরশুরাম এই কূপের পানির সাহায্যে মৃত সৈনিকদের পুনর্জীবিত করতে পারতেন। শাহ সুলতান কথাটি জানতে পেরে একটি চিলের সাহায্যে এর মধ্যে এক টুকরো গরুর গোশত নিক্ষেপ করেন। এতে কূপটির অলৌকিক ক্ষমতা নষ্ট হয়। ফলে পরশুরাম পরাজিত হন। জিয়ৎকুণ্ডের সন্নিকটেই রয়েছে পরশুরাম প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যা নির্মিত হয়েছিল অষ্টম শতকে বা পাল আমলে। পরবর্তীতে পাল আমলে নির্মিত

ইমারতের উপর সুলতানী আমলে এবং সুলতানী আমলের ইমারতের উপর মোঘল ও বৃটিশ আমলে ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া সেই আমলের আরো বহু নিদর্শন আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। তবে এতটুকু ধারণাই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, বহু বছর পূর্বের মানুষের অবস্থান এখন কোথায়? তারা এখন কিভাবে আছে? মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছে *(নামল ২৭/৬৯)*। সফরের আরেকটি শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে যে, প্রাচীন নিদর্শনকে কেন্দ্র করে মানুষ কিভাবে শিরকের মত জঘণ্য পাপে জড়িয়ে পড়ছে! তার বাস্তব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। জিয়ৎকুণ্ড থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে লক্ষ করলাম একজন মহিলা আমাদেরকে দেখে বোতলে করে প্রায় এক-দেড় লিটার দুধ একটি লম্বা পাথরের উপরে ঢেলে চলে গেল। পরে জানতে পারলাম ঐ পাথরের নাম দুধপাথর। বরকত হাছিলের জন্য তারা এটা করে থাকে। দুধপাথরের পার্শ্বেই রয়েছে একটি বড় বট গাছ যার নিচে বসে আছে দাড়িবিহীন লম্বা চুল ও গোঁফ বিশিষ্ট নেশাগ্রস্ত কিছু ব্যক্তি। তারা আমাদেরকে দেখে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের এই অবস্থা দেখে পকেট থেকে মোবাইল বের করে দুধপাথরসহ তাদেরকে ভিডিও করতে লাগলাম। তাদের দিকে মোবাইল ধরতেই তারা ক্ষিপ্ত হ'ল। ফলে না দেখার ভান করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাদেরকে ভিডিও করলাম। সেখান থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখি একটি বিশাল মাযার। এটিই হচ্ছে হযরত শাহ্ সুলতান বখলীর মাযার। হঠাৎ দেখে প্রথমে আমি চিনতে পারছিলাম না।

যদিও ইতিপূর্বে ২০০৭ সালে গ্রামের মাদরাসা থেকে আমরা রাজশাহী শিক্ষা সফরে এসে ফেরার পথে রাত্রে এটি দেখেছিলাম। সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আমাদের মত আরো অনেক মানুষ এসেছে দেখার জন্য। তাদের কেউ মাযারের সামনে লুটিয়ে পড়ছে। কেউ হাত তুলে দো'আ করছে, কেউ আবার মাযারকে চুমু খাচ্ছে। কেউ দান করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি বিষয় আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ করলাম, মাযারের যারা দায়িত্বশীল তাদের কারো মুখে দাড়ি নেই বরং বড় গোঁফ রেখে মাথায় টুপি দিয়ে কেউ শার্ট ও কেউ পাঞ্জাবী পরে আছে। ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম গত বছর আমাদের রাবি-র আরবী বিভাগ থেকে বাগেরহাট খানজাহান আলীর মাযারে গিয়ে। সেখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ করলাম, মাযারে নিয়োজিত দায়িত্বশীলরা আমাদের দেখে তারা বিভিন্ন স্থানে রাখা দান বাক্সে নিজেদের পকেট থেকে টাকা বের করে ঢুকাচ্ছে। ভাব খানা এই যে, আমরাও যাতে সেখানে টাকা দেই। তারা জানেনা যে, আমরা এ ব্যাপারে

কতটা সচেতন! মাযারের চার দিক লোহার খাঁচা দিয়ে ঘেরা আছে। সেখানে লিখা আছে-কোন অবস্থায় মাযার/কবরে সিজদাহ্ করা যাবে না। আবার বাহিরে বড় সাইন বোর্ডে লিখা আছে-শিরক ও বিদ'আত মুক্ত যিয়ারত করার নিয়ম। অথচ সেখানে লোকজন মৃত পীর বাবার অসীলায় গুনাহ মাফের প্রার্থনা করছে। সেখানকার একটি বইতে দেখলাম 'কখনই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না যে, পীরবাবা আমাকে এটা কি ওটা দাও। কারণ পীর বাবার কোন ক্ষমতা নেই। এ ধরণের প্রার্থনাকে বলে শিরক। এই শিরক কুরআনের আইনে অমার্জনীয় এবং এর পরিণাম জাহান্নাম। তবে এটুকু বলতে পারেন, পীরবাবা, আমার জন্য দো'আ করুন'। মানুষ শিরক সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ এগুলির মাধ্যমে তা বুঝা যায়। দেখা শেষে আমরা সেখানকার প্রধান দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমাদের সংগঠনের পরিচিতি ও কিছু বই দিলাম। অতঃপর দুপুরের খাবারের জন্য রওয়ানা দিলাম। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয় ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আমাদের দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়। সেই মসজিদে আমরা যোহর এবং আছরের ছালাত জমা ক্বছর আদায় করলাম। ছালাতে ইমামতি করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক কিছু কথা বলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'সফর থেকে আমরা অনেকে অনেক কিছুই নিয়ে যাব, কিন্তু আজকে আমরা এখানে কিছু রেখে যাব।

সোনামণিরা! 'তোমরা এই টিনের তৈরী মসজিদের উন্নয়নের জন্য দান করো'। কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ছোট্ট সোনামণিরা ও দায়িত্বশীলগণ দান করা শুরু করলেন। নিমেষেই ১৩৭০ টাকা হয়ে গেল, যা তিনি যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি আব্দুর রহীমের মাধ্যমে মসজিদের দায়িত্বশীলের হাতে তুলে দিলেন। এবার দুপুরের খাবারের পালা। সুশৃঙ্খল ভাবে খাবার পরিবেশন করা হ'ল। খাবার শেষে বগুড়ার বিখ্যাত দই-মিষ্টি পেয়ে সকলেই খুশি হ'ল। অতঃপর শেরপুরস্থ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'র দিকে রওয়ানা হয়ে কিছুক্ষণ পর আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর বিবরণ :

একাডেমীতে অপেক্ষারত আমার বড় মামা আব্দুর রশীদ ও একাডেমীর রিসার্চ ইনভেস্টিগেইটর বিভাগের কর্মকর্তা জনাব মাসঊদুর রহমান গেইট থেকে আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আন্তরিকতার সাথে তাঁরা আমাদেরকে পুরো একাডেমী ঘুরে দেখান। তাঁরা প্রথমেই আমাদেরকে গাভীর দুধ দোহন প্রক্রিয়া দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গোয়াল ভর্তি অনেক বিদেশী গাভী রয়েছে। আমরা দেখতে পেলাম

কর্মচারীগণ অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহন করছে। গাভীর বাঁটে সেট করা মেশিনের পাইপের সাহায্যে দুধ এসে বড় পাত্রে পড়ছে। জানতে পারলাম সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাভী রয়েছে। যাদের দুধ প্রদানের পরিমাণও ভিন্ন। যেমন- সবুজ-১ : ৩০ লি., সবুজ-২ : ২৬ লি., রানা-৩ : ২৪ লি., বকুল-১ : ২০ লি. ও রানা-২ : ১৫ লি.। শুনে মনে পড়লো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই বাণীটি। তিনি বলেন- 'একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। দুধেও এমন বরকত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে' *(মুসলিম হা/২৯৩৭)*। অথচ পূর্বে একটি গাভীর এক থেকে দেড় লিটরের বেশী দুধ হ'ত না। মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে মহান আল্লাহ মানুষের আহারের ব্যবস্থাও করে দেন। কিন্তু আমরা তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করি না। সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও আমাদের নযরে পড়ে। যেখানে কোনরূপ ময়লা জমে নাই। পার্শ্বেই রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির দেশী-বিদেশী ষাঁড়। প্রতিটির জন্য আলাদা ভাবে লোহার ঘর তৈরী করা আছে। সেখানেই তারা খায় এবং ফাঁকা জায়গায় ঘুরাফিরা করে। প্রতিটির নাম, গায়ের রং, ওযন ও দেশ ভিন্ন। যেমন-

১. কিং (লাল-শ্যামলা) ৬০০ কেজি (আমেরিকা)

২. জর্জ (সাদা-কালো) ১১০০ কেজি (অস্ট্রেলিয়া)

৩. বার্নেল (বাংলাদেশী), ৭০০ কেজি, (সাদা-কালো)

৪. প্রিন্স (কালো) ৯০০ কেজি (বাংলাদেশী)

৫. টাইগার (কালো-সাদা) ৯১৫ কেজি (বাংলাদেশী)।

অতঃপর আমরা একাডেমীর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের মেশিন দেখলাম। সেখানে ফাঁকা স্থানে একটি জমিতে তিন রকমের চাষাবাদ চলছে। প্রথমে গমের চাষ তার উপরে মাচা দিয়ে লাউ, কুমড়া ইত্যাদির চাষ তার উপরে আবার সৌর বিদ্যুতের জন্য সোলার সিস্টেম করা আছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে সেখান থেকেই মূলতঃ গোটা একাডেমীতে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হয়। একাডেমীর বিভিন্ন স্থান আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখানো হ'ল।

বাচ্চাদের খেলা-ধূলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা আছে। কেউ দোলনা, কেউ পিচ্ছিল খেলা আবার কেউ টায়ার দোলনা ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে সকলেই কিছু সময় আনন্দ উপভোগ করল। এমনিতে সোনামণি তারপর আবার খেলনা এই মিলে তাদের আনন্দের শেষ নেই।

সূর্য প্রায় ডুবন্ত মুহূর্তে সেখানে মক্তব ও ১ম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত একটি এবং ৪র্থ থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি মোট দু'টি গ্রুপে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষ হ'তেই মাগরিবের ছালাতের আযান ভেসে আসলো। তখন আমরা মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ক্বছর করে একাডেমী মসজিদেই আদায় করলাম। ছালাত শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অতঃপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। অবশেষে আমরা আল্লাহ্র রহমতে রাত ১০-টা ২০ মিনিটে ভালভাবে মারকাযে পৌঁছে গেলাম। ফালিল্লাহিল হামদ্।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষাসফর শিক্ষার একটি অঙ্গ। আমরা মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখা ও তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সার্বিক জীবন তাওহীদভিত্তিক গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষাসফর করব- এটাই হৌক আমাদের একান্ত কামনা।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, যেমন- 'তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর সে লক্ষ করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)*।

ক বি তা গু চ্ছ

অধিকার

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় মুসলিম হয়ে
পিতা-মাতা হয়ে তার অধিকার দাও বুঝিয়ে।
শিক্ষা দাও সৃষ্টি মোরা, স্রষ্টা উপরে
তাঁর বিধানে জীবনটাকে সাজাও থরে থরে।
ছালাত, ছিয়াম শিক্ষা দিবে যখন বয়স সাতে
নভেল নয়, নাটক নয় দিবে কুরআন হাতে।
ছালাত, ছিয়ামে বাধ্য করবে যখন বয়স দশ
অবহেলায় সময় যেন না করে তারা লস।
হালাল খাদ্য দিবে তাদের হারাম খাদ্য নয়
স্মরণে তাদের দিবে সদাই জাহান্নামের ভয়।
আযান হ'লে সাথে নিয়ে মসজিদ পানে যাবে
খাদ্য নিয়ে বসার পরে ডান হাতে তা খাবে।
সত্য তাদের শিক্ষা দিবে মিথ্যা কথা নয়
অহি-র পথে সারা জীবন করে যেন ক্ষয়।
হাসি মুখে আদর দিয়ে বলবে কথা সদা
কষ্ট তোমার যতই হোক পূর্ণ করবে ওয়াদা।
বলবে তাদের থাকতে হবে দ্বীনের উপর অটল
ঝড় আসুক, ঝঞ্ঝা আসুক, আসুক যত ফাটল।
এভাবে যদি গড়তে পার সোনামণিদের আজ
মুখ উজ্জ্বল হবে তোমার পরবে সোনার তাজ।

পর্দা

আফরীনা ইসরাত, ১০ম শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
পঞ্চগড়।

পর্দা করা আল্লাহর বিধান সদা মানা চাই
পর্দাবিহীন জীবনের কোন মূল্য নাই।
মনের পর্দা বড় পর্দা, বোরকায় কী হবে

বোরকা পরলে তুমি সেকেলে হয়ে যাবে!
কত কথা শুনতে হয় আল্লাহর পথে এলে
বোরকা পরা শোভা পায় কি কোন
অনুষ্ঠানে গেলে?
আজে-বাজে কত কথা শুনতে হয় তাদের
আল্লাহ্ তুমি রক্ষা করো বেপর্দা থেকে মোদের
তোমার পথে যেন সারা জীবন চলি
অন্যের কথায় কভু যেন মোরা নাহি ভুলি,
পর্দা করলে মোদের সম্মান যাবে বেড়ে
পর্দা যে করতে হবে তা শুধুই প্রভুর তরে,
পরকালে মুক্তির জন্য পর্দা করতে হবে
জানি না তো মরণ আমার কখন কবে হবে
পর্দা করে সর্বদা করলে চলাচল,
দুই জাহানে পাওয়া যাবে তাহার মধুর ফল।

মশার জ্বালা

আকিব হোসাইন, ৯ম শ্রেণী
দারুল হাদীছ আহমাদিইয়াহ সালাফিইয়াহ
মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

মশার জ্বালায় পড়তে পারি না
মশার কামড় খাই
মশারা সব গান ধরেছে
রক্ত পেয়েছে ভাই।
ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনা
মশার গানের চোটে
খাবার সময় পাইনা শান্তি
মশা বসে ঠোঁটে।
মশার জ্বালায় নিত্য আমি
খরচ করি টাকা
মাস শেষে হাতড়ে দেখি
পকেট হ'ল ফাঁকা।

পিতা-মাতা

মুহাম্মাদ হাসান
জামিরা, বেলপুকুর, রাজশাহী।

সুখ চাও যদি তোমার জীবনে
কর ইহসান পিতা-মাতার সনে।
জগৎ দেখালো যে দশ মাস পেটে বয়ে
নিজে শীতে ঠাণ্ডা সয়ে, গরম বাতাস দিয়ে।
যদি প্রশ্ন করো গ্রহ-উপগ্রহ সফরে
সঙ্গে নিবে কাকে?
বলবো আমি পিতা-মাতাকে।
যদি জানতে চাও, প্রিয় মুখছবি
আঁকবে তুমি কার?
বলবো আমি পিতা-মাতার।
যদি জানতে চাও, সবচেয়ে কি বেদনার?
বলবো আমি আঁখি পানি মোর পিতা-মাতার।
যদি দেখতে চাও, সবচেয়ে কি সুখের?
বলবো আমি মোর পিতা-মাতার মুখের।
সকল ধর্মেই পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে রেখেছে
নম্র সুরে কথা বৃদ্ধ সময়ে বন্ধু হ'তে বলেছে।

মারকায

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

জামীলা, ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মারকায হ'ল জ্ঞানের সূর্য
সঠিক পথের দ্যুতি,
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়
তাওহীদেরই জ্যোতি।
দেশ-বিদেশে তাহার খ্যাতির

নেই যে কোন শেষ,
জ্ঞান সাধনায় তাহার প্রশংসার
নেই তো মাত্র লেশ।
অহি-র আলো জ্বেলে
দূর করে বাতিলের আঁধার,
প্রসারিত করে জ্ঞানের পথ
ভেঙ্গে বিদ'আতের পাহাড়।
বালক-বালিকা শাখায়
আছে দু'টি ভাগ,
সুন্দর সাবলীল ভাষায় তাদের
কুরআন-হাদীছ করানো হয় পাঠ।
এমন কেন্দ্র কোথাও খুঁজে
তোমরা পাবে নাকো,
ছুটে এসো! এই মারকাযে
যে যেখানেই থাক।

ফাঁকি

আব্দুল আলীম
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

কথায় ফাঁকি কাজে ফাঁকি
সবখানেতে চলে,
স্বার্থ হাছিল করতে মানুষ
মিথ্যা কথা বলে।
শিক্ষক দেয় ক্লাসে ফাঁকি
ছাত্র ফাঁকি পড়ায়,
ব্যাংক অফিসে ফাঁকি দিয়ে
কেউ বা টাকা কামায়।
ফাঁকি ছাড়া নেই যে কিছু
নেই যে কোন কাজ,
ফাঁকির বলেই চলছে দেখ
মোদের এই সমাজ।

এ ক টু খা নি হা সি

ছাত্রী ও শিক্ষিকার মধ্যে কথোপকথন

নাজনীন সুলতানা, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষিকা : বল তো দেখি, কাক কেন কা... কা... করে ডাকে?
ছাত্রী : এটা তো খুব সহজ ম্যাডাম।
শিক্ষিকা : সহজ তো বল?
ছাত্রী : কাকের কোন কাকা নেই তাই কাকা বলে ডাকে।
শিক্ষা : প্রশ্ন সঠিক ভাবে বুঝে উত্তর দেওয়া উচিত।

মন ভোলা

ফাহাদ, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক মালিক মারা যাওয়ার পর পুলিশ তার চাকরকে...
পুলিশ : তোমার মালিক কি ভাবে মারা গেলেন?
চাকর : স্যার! আমার মালিক সব কিছু ভুলে যান, রাতে হয়ত নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছেন, তাই।
শিক্ষা : *সব কিছু ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।*

দুই বন্ধু

আব্দুল হাফীয
বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : বন্ধ, তুমি দিনের বেলায় লাইট জ্বালিয়ে ঘুরছ কেন?
২য় বন্ধু : প্রত্যেক দিন আম্মুর বকুনি খেতে আর ভাল লাগে না। তাই লাইট জ্বালিয়ে ঘুরছি।
১ম বন্ধু : তোমার আম্মু তোমাকে দিনের বেলা লাইট জ্বালিয়ে ঘুরতে বলেছেন?

২য় বন্ধু : না বন্ধু, আম্মু আমাকে বলেছেন, এখনও সময় আছে। ভালভাবে পড়াশোনা কর। তাছাড়া তোমার ভবিষ্যত ভীষণ অন্ধকার। তাইতো এখন থেকে লাইট জ্বালিয়ে ঘুরছি।

শিক্ষা: *ভবিষ্যত আলোকিত করতে হলে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে।*

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে

ফায়যুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
দারুল হাদীছ আহমাদিয়াইয়াহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

এক দিন স্যার ক্লাসে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন ছাত্র বেয়াদবি করল।

স্যার : তোমার আখলাকের নম্বরে বড় গোল্লা দিব।

ছাত্র : স্যার, আমি তো তাহ'লে মজা করে খাব!

স্যার : তুমি কি জানোনা, বড় গোল্লা মানে কী?

ছাত্র : মাফ করবেন স্যার! আমার ভুল হয়েছে।

শিক্ষা : *ক্লাসে বেয়াদবি করা যাবে না।*

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে

আব্দুল ওয়াদূদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : বলতো সব থেকে চালাক প্রাণীর নাম কী?

ছাত্র : স্যার, গরু।

শিক্ষক : কীভাবে?

ছাত্র : স্যার আপনি তো বলেছিলেন, অতি চালাকের গলায় দড়ি। গরুর গলায় সব সময় দড়ি থাকে। তাই গরুই সব থেকে চালাক প্রাণী।

শিক্ষা : *প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার অর্থ এবং ব্যবহার জেনে প্রয়োগ করতে হবে।*

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

আমার দেশ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নাম	মেয়াদকাল
১. তাজউদ্দীন আহমাদ	১০.০৪.১৯৭১-১২.০১.১৯৭২
২. শেখ মজিবুর রহমান	১৩.০১.১৯৭২-২৫.০১.১৯৭৫
৩. এম.মনসুর আলী	২৬.০১.১৯৭৫-২৫.০৮.১৯৭৫
৪. শাহ্ আজিজুর রহমান	১৫.০৪.১৯৭৯-২৪.০৩.১৯৮২
৫. আতাউর রহমান খান	৩০.০৩.১৯৮৪-০৯.০৭.১৯৮৫
৬. মিজানুর রহমান চৌধুরী	০৯.০৮.১৯৮৬-২৭.০৩.১৯৮৮
৭. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমাদ	২৮.০৩.১৯৮৮-১২.০৩.১৯৮৯
৮. কাজী জাফর আহমাদ	১২.০৮.১৯৮৯-০৬.১২.১৯৯০
৯. বেগম খালেদা জিয়া	২০.০৩.১৯৯১-১৪.০২.১৯৯৬
১০. বেগম খালেদা জিয়া	১৭.০২.১৯৯৬-২০.০৩.১৯৯৬
১১. শেখ হাসিনা	২৩.০৬.১৯৯৬-১৫.০৭.২০০১
১২. বেগম খালেদা জিয়া	১০.১০.২০০১-২৯.১০.২০০৬
১৩. শেখ হাসিনা	০৬.০১.২০০৯-বর্তমান

ভাবনা

প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ

মাযহারুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা কথা বলি, কাজ করি না। শুরু করি, শেষ করি না। আমরা আশা করি, স্বপ্ন দেখি, কষ্ট স্বীকার করি না। আমরা সফলতা অর্জন করতে চাই, অলসতা বর্জন করি না। তাই আমাদের আশা হয় দূরাশা। বড় নির্বোধ আমরা। আমরা কামনা করি, সাধনা করি না। আমরা ইচ্ছা করি, বাস্তবায়ন করি না। আমরা স্বাধীনতা আশা করি, সংগ্রাম করি না। আমরা ফল চাই, ফলস চাই, ত্যাগ ও চেষ্টা করি না। আমরা সময় অপচয় করি, আগামীকালের হিসাব করি না। তাই জীবন ফুরিয়ে যায়, আলো নিভে যায়, আর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। বড়ই মূর্খ আমরা। আমরা ভুল করি, স্বীকার করি না। নষ্ট করি, সংশোধন করি না। আমরা মানুষের দোষ দেখি, গুণ দেখিনা। নিন্দা করি, প্রশংসা করি না। আমরা ভোগ করি, দান করি না; পেতে চাই, দিতে চাই না। ফলে আমরা তলিয়ে যায়। আমরা জান্নাতে যেতে চাই, কিন্তু নেক আমল করি না। তাই বড়ই অজ্ঞ আমরা।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,
হক্ব সর্বদাই বিজয়ী ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়
(আল-ক্বাছীদাতুন নূনীইয়াহ২/১৪)।

রহস্যময় পৃথিবী

সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(১) ফিঙ্গাল'স কেইভ, স্কটল্যাণ্ড :

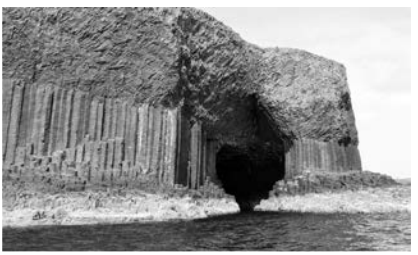

নর্দান আয়ারল্যাণ্ডের জায়ান্ট কজওয়ের মত এই গুহাটিও কয়েক মিলিয়ন বছরের লাভা ঠাণ্ডা হওয়ার পর ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এর বাইরের অংশে যে খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী।

(২) টানেল অব লাভ, ক্লীভান, ইউক্রেন:

অনেক বছর ধরে প্রতিদিন তিনবার করে ট্রেন যাতায়াতের ফলে আশ-পাশের গাছগুলিসহ এই টানেলটি এরকম হয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় এখন টানেলটি একটি দারুণ রোমান্টিক জায়গায় পরিণত হয়েছে।

(৩) হাইল্যাণ্ডস, আইসল্যাণ্ড :

আইসল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হাইল্যাণ্ডের উত্তর গোলার্ধে অভাবিত কিছু দৃশ্য আছে। দেখতে অসাধারণ হিমবাহ, গর্ত, হ্রদ এবং প্রস্রবণের ধারার দৃশ্য দিনের বেলায়ই স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু যখন রাত নামতে শুরু করে তখন এটি পৃথিবীর সুন্দরতম জায়গায় পরিণত হয়। বিশেষ করে সূর্যোদয় দেখার জন্য।

(৪) পামুক্কেল হট স্প্রিংস, তুরস্ক :

কয়েক মিলিয়ন বছরে পামুক্কেল গরম পানির জলাশয় সুন্দর একটি ল্যান্ডস্কেপে পরিণত হয়েছে। দেখে মনে হতে পারে জলাশয়ের আশ-পাশের জায়গাগুলি বরফের। কিন্তু তুরস্কে সারা বছরই গরম থাকে। আশ-পাশের জায়গা চুনা পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

(৫) রীড ফ্লুট কেইভস, চীন :

এই ২৪০ মিটার গুহা দৃশ্যটি গত ১২০০ বছর ধরে চীনের গুইলিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি আকর্ষণের জায়গা। এর সুন্দর স্টালাকটাইট, স্টালাগমাইট, পিলার পানি প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে এগুলি বিভিন্ন রঙের আলো দিয়ে হাইলাইট করা। এর ফলে এটি সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরী করে।

(৬) আন্টেলোপ ক্যানিয়ন, আমেরিকা :

কয়েক মিলিয়ন বছর আগে পানি প্রবাহের কারণে এই গভীর গিরিখাতটি সৃষ্টি হয়। এর গভীরে আলো কম পৌঁছানোর কারণে এটাকে আরো গভীর মনে হয়। আর এর দেয়াল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রঙে দেখা যায়।

(৭) ক্যানো ক্রিস্টাল রিভার, কলম্বিয়া :

এখানে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস হওয়াই এই নদীটিতে হলুদ, সবুজ, নীল, কালো এবং লাল সব ধরনের রঙই নদী ধরে আগাতে থাকলে দেখা যায়। এখানে পাথরগুলি ১.২ বিলিয়ন বছরের পুরানো। যারা এই নদী দেখেছেন তারা এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নদী বলে থাকেন।

(৮) পাতাগোনিয়া মার্বেল কেইভস, চিলি :

হাযার হাযার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের দেয়াল ঢেউয়ের ধাক্কা লাগার কারণে এই গুহার দেয়ালগুলি মসৃণ এবং প্যাঁচানো ধরনের হয়েছে। আর হ্রদের নীল পানিতে গুহার দেয়ালের প্রতিবিম্বের কারণে দৃশ্যটি আরো বেশী আকর্ষণীয়।

(৯) জায়ান্ট কজওয়ে, আয়ারল্যাণ্ড :

৫০ থেকে ৬০ মিলিয়ন বছর আগে অগ্নুৎপাতের ফলে এখানে একটি লাভার মালভূমি তৈরী হয়। লাভা ঠাণ্ডা অবস্থায় ভাগ ভাগ হয়ে স্তম্ভে পরিণত হয়। আর এই স্তম্ভগুলি দেখতে এত নিখুঁত যে, মনে হয় এগুলি মানুষের তৈরী করা।

(১১) লেক নাটরন, তাঞ্জানিয়া :

এই লেকের পানিতে লবণের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। লবণে আসক্তি আছে এমন অণুজীবগুলি এখানে বেড়ে ওঠে এবং লাল রঞ্জক পদার্থ তৈরী করে। ফলে পানির রং লাল হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রাণীর জন্য এই পানি বিপজ্জনক। এই পানিতে নামার পর অনেক প্রাণী চুনাপাথরে পরিণত হয়।

সাহিত্যাঙ্গন

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

জন্ম : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই, সিরাজগঞ্জ। (মতান্তরে ৫ই আগস্ট, ১৮৭৯)

পিতা : আব্দুল করীম খন্দকার (১৮৫৬-১৯২৪); পেশায় ভেষজ চিকিৎসক।

মাতা : নূরজাহান খান।

সিরাজী কেন : সিরাজগঞ্জে জন্মেছিলেন বলে তিনি নামের শেষে 'সিরাজী' যুক্ত করেন। তিনি 'শিরাজী' বানানও লিখতেন। প্রথম দিককার বইতে তাঁর নামের সঙ্গে 'শিরাজী' যুক্ত থাকত।

রাজনৈতিক জীবন : তিনি প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা লালন করতেন। কংগ্রেসের বিশেষ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ও বাগ্মী নেতা ছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১১) বিরোধী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি মুসলিম ধর্মীয় চেতনায় অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হতে থাকেন এবং পরে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

সাহিত্যচর্চা : ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। তবে গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সংস্কৃতশব্দবহুল ও কবিতা মধুসূদনের মতো ক্লাসিক রীতির।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৭), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪)

ভ্রমণকাহিনী : তুরস্ক ভ্রমণ (১৯২০)

'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থ : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত মুসলিম জাগরণমূলক কাব্য 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। 'যা চলে গেছে তার জন্য শোক বৃথা বরং জাতির হৃতগৌরব উদ্ধারের প্রচেষ্টাই মুখ্য'-এই বাণীতে মুসলমানদের দুরবস্থা ও অধঃপতন ব্যক্ত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করা হয়েছে এই কাব্যটিতে। 'অনল প্রবাহ'তে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দ (১৯০৮) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মাত্র নয়টি। এগুলো হচ্ছে : অনল-প্রবাহ, তুর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীর-পূজা, অভিভাষণ : ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো-সঙ্কটে, আমীর-আগমনে, দীপনা, আমীর-অভ্যর্থনা।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে এবং ১১৭, ১২৪ (ক), ১৫৩ ধারা-অনুসারে গ্রন্থাকারের প্রতি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। পরে পলাতক সিরাজীকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্বেষ ও প্রচারণার অভিযোগে দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১২ সালের ১৪ই মে তিনি কারামুক্ত হন। তাঁর রচিত 'কারা-কাহিনী' মূলত এ জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত।

'স্পেন বিজয় কাব্য' : ইসমাইল হোসেন সিরাজী মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন। 'স্পেন বিজয় কাব্যে' (১৯১৪) মুসলিম বীর তারেক ও স্পেনের সম্রাট রডারিকের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে মুসলিমদের অতীত বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি পরিপূর্ণ মহাকাব্য হয়নি।

মৃত্যু : ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই।

দেশপরিচিতি

উজবেকিস্তান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত
সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব উজবেকিস্তান।
রাজধানী : তাসখন্দ
আয়তন : ৪,৪৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার।
লোকসংখ্যা : ২ কোটি ৭৮ লক্ষ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.১%।
ভাষা : উজবেক।
মুদ্রা : সোম।
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৭%।
মুসলিম হার : ৯৭%।
মাথাপিছু আয় : ৩,০৮৫ মার্কিন ডলার
গড় আয়ু : ৬৮.২ বছর।
স্বাধীনতা লাভ : ৩১শে আগস্ট ১৯৯১ সাল।
জাতিসংঘের সদস্য : ২রা মার্চ ১৯৯২ সাল।
জাতীয় দিবস : ১লা সেপ্টেম্বর।

যেলাপরিচিতি

জামালপুর

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত
প্রতিষ্ঠা : ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে।
আয়তন : ২,০৩২ বর্গ কিলোমিটার।
স্বাক্ষরতার হার : ৩১.৮০%
উপযেলা : ৭টি। জামালপুর সদর, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, বকশীগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ।
ইউনিয়ন : যথাক্রমে ৬৮টি।
গ্রাম : ১,৩৬২টি ।
উল্লেখযোগ্য নদী : যমুনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, বানার ইত্যাদি।
উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : যমুনা সার কারখানা, শাহ জামালের মাযার, ইত্যাদি ।

আন্তর্জাতিক পাতা

নোবেল পুরস্কার

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রতিষ্ঠানকে সফল এবং অনন্য সাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতি বছর একবার নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ১৮৩৩ সালে সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ, প্রকৌশলী এবং উদ্ভাবক। তিনি ডিনামাইট (উন্নত মানের বিস্ফোরক) আবিষ্কার করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। কিন্তু শেষ জীবনে নিজের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ডিনামাটের ধ্বংসাত্মক অপব্যবহার দেখে খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়েন তিনি। একারণে মৃত্যুর বছরখানেক আগে তিনি তার সম্পত্তির ৯৮% (৯০ লক্ষ ডলার) উইল করে যান। উইল মোতাবেক, ১৯০১ সালে প্রবর্তিত হয় নোবেল পুরস্কার। ১৯০১ সাল হতে পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ত। বর্তমানে মোট ৬টি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিষয়গুলি হ'ল :

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান
২. পদার্থ বিজ্ঞান
৩. রসায়ন
৪. সাহিত্য
৫. শান্তি
৬. অর্থনীতি

অর্থনীতি ছাড়া অন্য বিষয়গুলিতে ১৯০১ সাল থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অর্থনীতির জন্য আলফ্রেড নোবেল তার উইলে কোন অর্থ অনুমোদন করে যাননি। পরবর্তীতে 'সেভরিগেস রিক্সব্যাংক' (সুউডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) এর অর্থায়নে ১৯৬৯ সাল থেকে নোবেলের স্মরণে অর্থনীতিতেও এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু দিবস ১০শে ডিসেম্বরে নরওয়ের অসলোতে শান্তি পুরস্কার এবং সুইডেনের স্টকহোমে বাকী পুরস্কারগুলি তুলে দেওয়া হয় বিজয়ীদের হাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই পুরস্কার প্রদান বন্ধ ছিল।

পুরস্কারের বিষয়	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসা বিজ্ঞান	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
পদার্থ বিজ্ঞান	রয়েল সুউডিস একাডেমী অব সায়েন্স
রসায়ন	রয়েল সুউডিস একাডেমী অব সায়েন্স
সাহিত্য	সুউডিস একাডেমী
শান্তি	নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
অর্থনীতি	রয়েল সুউডিস একাডেমী অব সায়েন্স

প্রতিভা পরিবারের পক্ষ হ'তে আহ্বান : রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন ও যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকুন

সংগঠন পরিক্রমা

মধ্য-ভূগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মধ্য-ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি প্রতিভা' ২১তম সংখ্যার কুইজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ভূগরইল শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রেশমা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে আন্তারা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু হানীফ।

হেয়াতপুর মধ্যপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২২শে মার্চ বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় হেয়াতপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহীনুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে আল-আমীন।

মাদারবাড়ীয়া, পাবনা ২৬শে মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ আছর মাদারবাড়ীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসান, সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুশ শাকূর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আফতাবুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সিংহমারা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনালী খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পার্শ্ববর্তী মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে নওদাপাড়া মারকায এলাকার উদ্যোগে আয়োজিত সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার উপদেষ্টা মাওলানা নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহনগরীর সোনামণি পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মারকায এলাকার পরিচালক ফরহাদ হোসাইন ও সহ-পরিচালক, আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ রিয়ায ও জাগরণী পরিবেশন বখতিয়ার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

কাস্টনাংলা, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ই মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর কাস্টনাংলা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক মাইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রাক্বীবুল হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শারমীন খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাস্টনাংলা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব তোফায্যল হোসাইন।

ঐ ব্যক্তি প্রকৃত ইয়াতীম নয় যার পিতা-মাতা তাকে অবহেলিত-অসহায় রেখে জীবনের চিন্তা-ভাবনা থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতঃপর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সে যুগের সুন্দর পরিচর্যা ও শিক্ষার মাধ্যমে সভ্য দুনিয়াতে বিনিময় প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রকৃত ইয়তীম ঐ ব্যক্তি যে লাভ করেছে সন্তান পরিত্যাগ কারিনী মা ও কর্মব্যস্ত বাবাকে।

-আহমাদ শাওক্বী

ভাষা শিক্ষা

প্রাণী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

অক্টোপাস - أُخْطُبُوْطٌ - Octopus (অক্টোপাস)
অজগর - ثُعْبَانٌ - Python (পাইথন)
ইঁদুর - فَأْرٌ - Rat (র‍্যাট)
ঈগল - نَسْرٌ - Eagle (ঈগল)
উইপোকা - أَرَضٌ - Tarmite (টার্মাইট)
উকুন - قَمْلٌ - Louse (লাউস)
উট - جَمَلٌ - Camel (ক্যামেইল)
উটপাখি - نَعَامٌ - Ostrich (অস্ট্রিচ্)
উল্লুক - شِقٌّ - Gibbon (গিবন)
উষ্ট্রী - نَاقَةٌ - She-camel (শী-ক্যামেইল)
কচ্ছপ - سُلَحْفَاةٌ - Tortoise (ট্যর্টাস)
কবুতর - حَمَامَةٌ - Pigeon (পিজিন)
কাঁকড়া - سَرْطَانٌ - Crab (ক্র্যাব)
কাক - غُرَابٌ - Crow (ক্রো)
কাঠবিড়াল - سِنْجَابٌ - Squirrel (স্কুইরেল)
কীট - دُوْدٌ - Worm (ওয়ার্ম)
কুকুর - كَلْبٌ - Dog (ডগ)
কুমীর - تِمْسَاحٌ - Crocodile (ক্রকডাইল)
কেঁচো - خُرْطُوْنٌ - Earthworm (আর্থওয়ার্ম)
কোকিল - وَقْوَاقٌ - Cuckoo (কুকূ)

? কুইজ

১. ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কিসের চেয়ে উত্তম?
উঃ.....

২. ইফতার শেষে কোন দো'আটি পড়তে হয়?
উঃ.....

৩. প্রকৃত ইয়াতীম কে?
উঃ.....

৪. বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে কত জন শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়?
উঃ.....

৫. ছালাতে ইমামতির অধিক যোগ্য কে?
উঃ.....

৬. সার্ক ২০১৫-১৭ সালের জন্য কোন স্থানকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দেয়?
উঃ.....

৭. কত বছর বয়সে সন্তাকে ছালাত ও ছিয়াম পালনে বাধ্য করতে হবে?
উঃ.....

৮. 'হক্ব সর্বদায় বিজয়ী ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়' উক্তিটি কার?
উঃ.....

৯. বর্তমানে মোট কতটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়?
উঃ.....

৯. সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৭।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. হারাম দ্বারা প্রতিপালিত ২. যাবে না ৩.× ৪. জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন ৫. ইউশা ইবনু নূন ৬. তর্জনী ও মধ্যমা ৭. চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়ে কম ৮. ২৭ তম ৯. প্রচুর আশ, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন- সি।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আয়েশা খাতুন, ডিগ্রী ১ম বর্ষ হাজী আব্দুল মুত্তালিব মহিলা কলেজ সুজাপুর, কেশবপুর, যশোর।

২য় স্থান : খাদীজা খাতুন চকজালালদী, বাগমারা, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আব্দুল্লাহ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী (ক শাখা) আল-মারকাযুল ইসলামীআস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম :
প্রতিষ্ঠান :
শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

স্বাস্থ্য টিপস

শিশুর খাদ্য তালিকা

শিশুর বয়স	কি কি খেতে দেবেন
জন্ম থেকে ৬ মাস	জন্মের পরপরই শিশুকে মায়ের শাল দুধ খাওয়ান। কেবল মাত্র বুকের দুধই যথেষ্ট।
৬-৭ মাস পর্যন্ত	মায়ের বুকের দুধ। খিচুড়ী, পায়েস, দুধে ভেজা পাউরুটি, দুধ সুজি, কলা, কমলার রস, ডিমের কুসুম, সিদ্ধ আপেল, পেয়ারা ও আলু ।
৭ মাস পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত	মায়ের বুকের দুধ। ভাত, খিচুড়ী, ফ্রাইড রাইস, পোলাও, ডিম, কাঁটা ছড়ানো মাছ, চিকন করে কাটা বা পেষা মাংস, তরল বা ঘন ডাল, সব রকম ফল ও শাক-সব্জী। দুধজাত খাদ্য-পুডিং, পায়েস, কেক ও পেসট্রি ইত্যাদি।
২ বছর থেকে	শিশুর জন্য আলাদা রান্নার দরকার নেই। সব রকম ঘরোয়া খাবারে অভ্যস্থ করুন।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৫৯, বনু ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), রহস্য (১-১৫ নং প্রশ্ন), জাদু নয় বিজ্ঞান (৪০ থেকে ৪১ পৃঃ), অমিল/ভিন্ন শব্দ এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩, শিশু অধিকার ০১-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ০১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক এবং شعر হ'ল কবিতা।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : সূরা ফাতিহা আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) **: রচনার বিষয় :** সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা (সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর মধ্যে ৬ নং গুণ)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৬ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (চতুর্থ মুদ্রণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (চতুর্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৫ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১১ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৮ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৫শে আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ১৪ই সেপ্টেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০ টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।